আল্লাহ্ তাআলার মুহাব্বত কিভাবে অর্জন হয়?

عَزَّوَجَلَّ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

আল্লাহ্ তাআলার মুহাব্বত কিভাবে অর্জন হয়?

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, নবী মুকার্‌রম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে (ব্যক্তি) আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য দশটি (১০টি) নেকী লিখে দেন, দশটি (১০টি) গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তার দশটি (১০টি) মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন আর এগুলো দশটি (১০টি) গোলাম আজাদ (মুক্ত) করার সমতুল্য।"

(কানযুল উম্মাল, ২/৩২২, হাদীস- ২৫৭৪)

জো দুরূদ সালাম পড়তে হে, উন পে রহমত খোদা কি হো তি হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রকৃত বান্দা ও সত্যিকারের বন্ধু

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার ঐ একক কিতাব, যার মধ্যে ৫৬টি বয়ান রয়েছে। এই কিতাবের নাম: "হিকায়াতে আউর নসীতে" এর ২৫৬ পৃষ্ঠার ঘটনাটি যদি আপনি মনযোগ সহকারে শুনেন, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনি জানতে পারবেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রকৃত ও পছন্দনীয় বান্দা কে। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আহমদ মুফিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বলতে শুনেছি: হযরত সায়্যিদুনা ছিররি সাকতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে আমি শোয়া অবস্থায় ছিলাম। তিনি আমাকে জাগালেন, আর বলতে লাগলেন: হে জুনাইদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ! আমি দেখলাম যে, যেন **আল্লাহ্ তাআলা**র সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আর আমাকে ইরশাদ করা হলো: হে ছিররি! আমি মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছি, তখন সবাই আমাকে ভালবাসার দাবী করতে লাগলো। অতঃপর আমি যখন দুনিয়া সৃষ্টি করলাম, তখন ৯০% (নব্বই ভাগ) পালিয়ে গেলো এবং ১০% (দশ ভাগ) বাকী রইলো। অতঃপর আমি জান্নাত তৈরী করি তখন বাকীদের মধ্যেও ৯০% (নব্বই ভাগ) পালিয়ে যায় আর ১০% (দশ ভাগ) বাকী রইলো। তার পর যখন আমি তাদের উপর সামান্য পরিমাণ পরীক্ষা (মুসীবত) অবতীর্ণ করলাম, তখন ঐ অবশিষ্টদের সংখ্যা থেকে ১০% (দশ ভাগ) বাকী রইল, বাকী ৯০% (নব্বই ভাগ) চলে গেলো। আমি অবশিষ্ট লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম: তোমরা না দুনিয়া চেয়েছো, না জান্নাত, আর না মুসীবতের কারণে পালিয়ে গিয়েছো। আসলে তোমরা কি চাও? আর তোমাদের উদ্দেশ্য কৃত বিষয় কি? তখন তারা আরয করল: আমাদের উদ্দেশ্য কৃত বিষয় হল; শুধু তুমিই আর তুমি। তুমি আমাদের উপর মুসীবতও প্রেরণ করতে থাকো, তার পরও আমরা তোমার মুহাব্বত ছাড়ব না। আমি তাদেরকে বললাম: আমি তোমাদের উপর এমন এমন মুসীবত ও পরীক্ষা প্রেরণ করবো, যার পাহাড় পর্যন্ত যা সহ্য করার ক্ষমতা নেই, তখন তোমরা কি সেটার উপর ধৈর্যধারণ করবে?

www.dawateislami.net

তারা বললো: কেন নয় মাওলা! যদি তুমি আমাদের থেকে পরীক্ষা নিতে চাও, তবে যেমন ইচ্ছা পরীক্ষা নাও, তার পর বললেন: হে সিররি! এরাই আমার প্রকৃত বান্দা, আর সত্যিকারের বন্ধু। (হিকায়াতে আউর নসীহতে, ২৫৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা গেলো, **আল্লাহ্ তাআলা**র নেক বান্দারা সব সময় ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন এবং কখনো মুখ থেকে অভিযোগের শব্দ বের করেন না। এ ধরণের লোকেরা **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রকৃত বন্ধু। আমাদেরও উচিত, **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা পাওয়ার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে আসা মুসীবতের উপর ধৈর্যধারণের অভ্যাস গড়া। ঈমানদারদের **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি কেমন ভালবাসা হয়ে থাকে। আসুন! শুনি: যেমন-

২য় পারা, সূরা বাকারা, ১৬৫ নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ঈমানদারদের অন্তরে **আল্লাহ্**র ন্যায় কারো ভালবাসা নেই। (পারা-২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৬৫)

এই আয়াতে মোবারকার ব্যাপারে তাফসীরে "সীরাতুল জিনান" ১ম খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠায় খুব সুন্দর ভাবে মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! আমরাও শুনি, কিন্তু থামুন! প্রথমে আমি আপনাদের তাফসীরে সীরাতুল জিনানের অগণীত সৌন্দর্য্যর মধ্য থেকে কিছু সৌন্দর্য্য বর্ণনা করছি, যাতে আমাদের উৎসাহ বাড়ে এবং আমরা এই তাফসীরকে ফজরের মাদানী হালকায় শুনা বা শুনানো বা একক ভাবে পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন করে দুনিয়া ও আখিরাতের বরকত অর্জন করতে পারি।

(১) তাফসীরে সীরাতুল জিনানের প্রতিটি আয়াতের দু'টি অনুবাদ দেওয়া হয়েছে, প্রথমটি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কানযুল ঈমান থেকে, দ্বিতীয়টি অনুবাদ সহজ উর্দূ ভাষায় কানযুল ইরফান থেকে দেওয়া হয়েছে। যেখানে বেশির ভাগ কানযুল ঈমান থেকে নেওয়া হয়েছে। (২) তাফসীরে সীরাতুল জিনানের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কিরামের নতুন ও পুরাতন কুরআনী তাফসীর এবং অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানের উপর লিখিত কিতাব।

www.dawateislami.net

বিশেষ করে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অসংখ্য লিখিত কিতাব থেকে বাণী সংগ্রহ করে খুব সহজ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। (৩) তাফসীরে সীরাতুল জিনানের মধ্যে তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান ও তাফসীরে নূরুল ইরফানের ফয়যানও রয়েছে। তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান খলিফায়ে আ'লা হযরত, সদরুল আফাযীল, সৈয়দ হাফিজ, হাকীম মুফতী নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এবং তাফসীরে নূরুল ইরফান তাঁর খলিফা প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইযার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর। (৪) তাফসীরে সীরাতুল জিনান খুব বেশি দীর্ঘ, নয় খুব সংক্ষিপ্ত বরং মাঝামাঝি ও অর্থবহ। (৫) তাফসীরে সীরাতুল জিনানের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষও এর থেকে উপকৃত হয়। (৬) তাফসীরে সীরাতুল জিনানের মধ্যে আমলের সংশোধনের জন্য সমাজের মন্দ দিকগুলোর আলোচনা ও তার শাস্তির আলোচনা করা হয়েছে। (৭) তাফসীরে সীরাতুল জিনানের মধ্যে জান্নাতের নেয়ামত অর্জনের শিক্ষা এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তির পথ বিদ্যমান রয়েছে। (৮) তাফসীরে সীরাতুল জিনানের মধ্যে বাতেনী রোগের ব্যাপারে সুন্দর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (৯) তাফসীরে সীরাতুল জিনানের মধ্যে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদির সাথে ভাল ব্যবহার করার এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ব্যাপারে সংশোধনী সারাংশ রয়েছে। (১০) তাফসীরে সীরাতুল জিনানের মধ্যে আহলে সুন্নাতের আকীদা এবং আহলে সুন্নাতের কার্যাবলীর দলীল সমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (১১) তাফসীরে সীরাতুল জিনানের মধ্যে অবস্থা ভেদে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে ইজামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى জীবনী ও ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে। (১২) তাফসীরে সীরাতুল জিনানে আয়াত থেকে সংগৃহীত রং-বেরঙ্গের নিত্য নতুন সুবাসিত মাদানী ফুল রয়েছে। **আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি ভালবাসায় ভরপুর যে আয়াতটি আমরা শুনলাম, তার ব্যাপারেও সীরাতুল জিনানে রয়েছে:

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার মনোনিত বান্দারা সমস্ত সৃষ্টির চেয়েও **আল্লাহ্ তাআলা**কে বেশি ভালবাসেন। **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসায় জীবিত থাকা এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসায় মৃত্যু বরণ করাটা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিলো। নিজের প্রতিটি আনন্দে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া, নরম বিছানা ছেড়ে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে সিজদায় অবনত হওয়া, **আল্লাহ্ তাআলা**র স্মরণে কান্না করা, **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অস্থির হওয়া, শীতের দীর্ঘ রাতে দণ্ডায়মান আর গরমের লম্বা দিনে রোযা। **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য ভালবাসা, তাঁর জন্যই শত্রুতা পোষণ করা, তাঁর জন্যই কাউকে কিছু দেওয়া এবং তাঁর জন্যই কারো সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকা। নেয়ামতের উপর শোকরিয়া, মুসীবতে সবর, প্রত্যেক অবস্থায় **আল্লাহ্ তাআলা**র উপর ভরসা। নিজের প্রতিটি কাজ **আল্লাহ্ তাআলা**র উপর সোপর্দ করা, **আল্লাহ্ তাআলা**র হুকুমের উপর আমল করতে সব সময় প্রস্তুত থাকা। অন্তরকে অন্যের ভালবাসা থেকে পবিত্র রাখা। **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয়ভাজনদের প্রতি ভালবাসা রাখা এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র শত্রুদের প্রতি শত্রুতা রাখা। **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসার আকাঙ্ক্ষী হওয়া, **আল্লাহ্ তাআলা**র কালাম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্যপূর্ণ বান্দাদের নিজের অন্তরের মধ্যে স্থান দেয়া। তাদের প্রতি ভালবাসা রাখা, **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য তাদের সংস্পর্শ গ্রহণ করা, **আল্লাহ্ তাআলা**র সম্মান মনে করে তাদের সম্মান করা। এ সমস্ত কাজ এবং এগুলো ছাড়া অন্যান্য কাজ এরূপ যা **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য দলীল আর তাদের দাবীও সেটাই। (তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আরয করেন:

মুশকিলোঁ মেঁ দে সবর কি তাওফিক,
আপনে গম মেঁ ফাকত গোলা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার মুহাব্বত কিভাবে অর্জন হয়?

মাকতাবাতুল মদীনার কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"আল্লাহ্** ওয়ালো কি বাতে" এর মধ্যে এমন এক হাসীসে পাক বর্ণিত হয়েছে, যেটা শুনে গুনাহগারদের আশা বাড়বে, আর নেককাররা ভীত হবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ । এই হাদীসে পাক শুনে আপনাদের জানা হবে; যে **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভালবাসে, তার রাত কিভাবে অতিবাহিত হয়? যেমন-

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, নবীয়ে মুহতাশাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ্ তাআলা** হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন: হে দাউদ (عَلَيْهِ السَّلَام)! গুনাহগারদের সুসংবাদ দাও! আর সিদ্দিকীনদের ভীতি শুনাও। তখন হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এই কথার উপর খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন, আর আরয করলেন: হে **আল্লাহ্**! গুনাহগারদের কি সুসংবাদ দিব? আর সিদ্দিকীনদের কি ভীতি শুনাব? **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করলেন: হে দাউদ (عَلَيْهِ السَّلَام)! গুনাহগারদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, কোন গুনাহ আমার দয়া থেকে বড় নয় এবং সিদ্দিকীনদের এই কথার ভীতি শুনাও যে, তারা যেন তাদের নেক আমলের উপর খুশী না হয়। আমি যার থেকে আমার নিয়ামতের হিসাব নিব, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। হে দাউদ (عَلَيْهِ السَّلَام)! যদি তুমি আমাকে ভালবাসতে চাও, তবে দুনিয়ার ভালবাসা নিজের অন্তর থেকে বের করে দাও। কেননা, আমার ও দুনিয়ার ভালবাসা এক অন্তরে একত্রিত হয় না। হে দাউদ (عَلَيْهِ السَّلَام)! যে আমাকে ভালবাসে, সে রাতে আমার দরবারে তাহাজ্জুদ আদায় করে। যখন মানুষ শুয়ে থাকে, তখন সে একাকী আমাকে স্মরণ করে। যখন অলস ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়, সে আমার নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে। যখন উদাসীন ব্যক্তি আমার থেকে উদাসীনতা অবলম্বন করে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, আব্দুল আজীজ বিন আবি রাওয়াদ, ৮ম খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা, নং ১১৯০৬। ইলা কওলিহি ইল্লা হালাক, বাহরিদ দুমু, ২১ পৃষ্ঠা)

মেরে দিল ছে দুনিয়া কি চাহাত মিটা কর, কর উলফত মে আপনি ফানা ইয়া ইলাহী!
ইবাদত মে গুজরে মেরে যিন্দেগানী, করম হো করম ইয়া খোদা! ইয়া ইলাহী!
তো আপনি বিলায়াত কি খায়রাত দে দে, মেরে গাউছ কা ওয়াসেতা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত ভালবাসা তখনি অর্জন হতে পারে, যখন আমাদের তা অর্জনের পদ্ধতি জানা থাকবে। **আল্লাহ্ তাআলার** ভালবাসা পাওয়ার সবচেয়ে বড় পদ্ধতি হল এটাই যে, তাঁর **প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রতিটি কাজে তাঁর অনুসরন করা। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর ভালবাসা পাওয়ার জন্য **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরন বাধ্যতা মূলক করে দিয়েছেন। যেমন- ৩য় পারা সূরা আলে ইমরানের ৩১নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন:

রাসূলের অনুসরণে আল্লাহ্র ভালবাসার মাধ্যম

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۳۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, হে মানবকুল! যদি তোমরা **আল্লাহ্**-কে ভালবেসে থাকো, তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, **আল্লাহ্** তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর **আল্লাহ্** ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(পারা-৩, সূরা- আলে ইমরান, আয়াত- ৩১)

এই আয়াতে মোবারকা থেকে জানা গেলো, **আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি ভালবাসার দাবীটা ঐ সময়ই বাস্তব হবে, যখন আমরা **সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাস্সম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণ ও অনুকরণ করব। হাকীমুল উম্মত, হযরত সায়্যিদুনা মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের সারাংশ বর্ণনা করে বলেন: **হে নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি ঐ সমস্ত লোকদের বলে দিন, যারা আপনার ওসীলা ছাড়া আমাকে ভালবাসতে চায় বা যারা নিজের প্রতিপালককে প্রিয় জেনে আপনার থেকে বিমূখ হতে চায় বা যারা আপনার অনুসরণ ব্যতীত অন্য ভাবে খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে চায়, তাদের সবাইকে ঘোষণা করে দিন; যদি তোমরা **আল্লাহ্ তাআলাকে** ভালবাসতে চাও, তবে না আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে, না আমার সমতুল্য হওয়ার চেষ্টা করবে, না আমার আগে আগে চলবে।

www.dawateislami.net

বরং গোলাম হয়ে আমার পিছনে পিছনে চলো, আসো, নিজের কথা, কাজ, আমল জীবনের সব কিছু আমার উপমা বানাও এবং আমার মধ্যে বিলিন হয়ে যাও, তারপর জীবন পাল্টে যাবে। কেননা, আমার প্রতিপালক তোমাকে নিজের আপন করে নিবেন এবং তুমি যা চাও তিনি সেটা করবেন। এর সাথে সাথে তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** বড় ক্ষমাশীল এবং اَرۡحَمُ الرَّاحِمِين। তুমি নিজেকে তার ক্ষমা ও দয়ার উপযুক্ত বানাও, তারপর মজা দেখো। (তাফসীরে নঈমী, ৩য় খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা) এজন্য আমাদেরও দিন-রাত **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুমের অনুসরণে অতিবাহিত করতে হবে। কেননা, ভালবাসার দাবী হল এটাই যে, যাকে ভালবাসা হয় তার অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয়।

মু'তী আপনা মুঝ কো বানা ইয়া ইলাহী! সদা সুন্নাতোঁ পর চলা ইয়া ইলাহী!
তো ইংরেজী ফ্যাশন ছে হারদম বাঁচা কর, মুঝে সুন্নাতো পর চলা ইয়া ইলাহী!
তুঝে ওয়াসেতা সায়্যিদা আমেনা কা, বানা আশেকে মুস্তফা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০০-১০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা পাওয়ার মাধ্যম এটাও যে, আমরা নামাযের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবো, রমযান মাসে সম্পূর্ণ রোযা রাখবো, যথা সময়ে যাকাত আদায় করবো। ফরয ওয়াজীব আদায়ের পাশাপাশি নফল ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হলো সর্বোত্তম আমল। নফল ইবাদতকারী **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দা হয়ে যায়। যেমন-

নফলের আধিক্যতা আল্লাহ্‌র ভালবাসার মাধ্যম

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **দু'জাহানের তাজওয়ার, সুলতানে বাহরুবার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে কোন ওলীকে কষ্ট দেয়, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করলাম। আর বান্দা আমার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় ফরয আদায় করার মাধ্যমে এবং নফল আদায় করার মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে নৈকট্য অর্জন করতে থাকে।

www.dawateislami.net

এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। যখন আমি বান্দাকে আমার আপন বানিয়ে নিই, তখন আমি (কুদরতী ভাবে) তার কান হয়ে যায়, যার দ্বারা সে শুনে, আমি (কুদরতী ভাবে) তার চোখ হয়ে যায়, যা দ্বারা সে দেখে। (কুদরতী ভাবে) তার হাত হয়ে যায়, যা দ্বারা সে ধরে এবং (কুদরতী ভাবে) তার পা হয়ে যায়, যা দ্বারা সে চলে। তার পর সে আমার কাছ থেকে চায়, আমি তাকে দান করি। আমার আশ্রয় চায়, তবে আমি তাকে আশ্রয় দিই।" (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু তাওয়াদিয়্, ৪/২৪৮, হাদীস- ৬৫০২)

প্রখ্যাত মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ হাদীস শরীফ প্রসঙ্গে বলেন: এ ইবারতের (হাদীসাংশের) উদ্দেশ্য এটা নয় যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ওলীর মধ্যে প্রবেশ করেন। যেমনি কয়লার মধ্যে আগুন বা ফুলের মধ্যে সৌন্দর্যতা **আল্লাহ্ তাআলা** প্রবেশ থেকে পবিত্র, আর এই আকীদা কুফরী। বরং এর কতিপয় উদ্দেশ্য হলো; **আল্লাহ্**র ওলীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ গুনাহের উপযুক্ত থাকেনা। সব সময় তারা নেক কাজ সম্পাদন করে থাকেন। তাদের জন্য ইবাদত সহজ হয়ে থাকে এমনকি তার দ্বারা সমস্ত ইবাদতের করা হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করেন না। শুধু আমার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। সকল বস্তুতে আমাকে দেখে, প্রত্যেক আওয়াজে আমার আওয়াজ শুনে, এমনকি ঐ বান্দা ফানা-ফিল্লাহ হয়ে যায়। যার দ্বারা ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহে খোদায়ী (খোদা প্রদত্ত) শক্তি কাজ করতে থাকে। আর তিনি সেই ভাবেই কাজ করে নেন, যা বিবেকের বিপরীত। হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام কিনআনে বসে মিসর থেকে আসা ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام এর জামার সুঘ্রাণ নিয়ে ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام তিন মাইল দূরত্ব থেকে পিঁপড়ার আওয়াজ শুনে ছিলেন। হযরত আসেফ বিন বরখিয়া চোখের পলকে ইয়ামেন থেকে বিলকিসের আসন সিরিয়ায় উপস্থীত করেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মদীনায়ে মুনাওয়ারায় খুতবা পাঠের সময় নাহাওয়ান্দ পর্যন্ত নিজের আওয়াজ পৌঁছিয়েছেন। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামত পর্যন্ত সংগঠিত কার্যাবলী নিজের চোখে দেখে নিয়েছেন। (মিরআতুল মানাযীহ, ৩/৩০৮)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হায়! আমরাও ফরযের ধারাবাহিকতার পাশাপাশি নফল ইবাদতের ধারাবাহিকতা আদায়কারী হয়ে যেতাম। হায়! ফরয রোযার পাশাপাশি আমরা নফল রোযা উদাহরণ স্বরূপ সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযাও রেখে নিতাম। হায়! খুশী মনে পরিপূর্ণ যাকাত দিতাম এবং সাথে সাথে নফল সদকা করতাম। উদাহরণ স্বরূপ মসজিদ, মাদ্‌রাসার নির্মাণে অংশ নিতাম, গরীব ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজনদের আর্থিক সহয়োগীতা করতাম। মুসলমানদের খাবার খাওয়াতাম, নেকীর দাওয়াত ব্যাপক প্রচার করার জন্য ব্যয় করতাম ইত্যাদি। হায়! ফরয হজ্জের পাশাপাশি নফল নামাযের পাশাপাশি নফল নামায উদাহরণ স্বরূপ তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত, আওয়াবীন ইত্যাদি আদায় করতাম।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি মাদানী ইন্‌আমাতের মধ্যে নফলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ইন্‌আম নাম্বার ১৬ এর মধ্যে "সালাতুত তাওবা" মাদানী ইন্‌আম নাম্বার ১৮ এর মধ্যে ফরজের পরের নফল সমূহ। মাদানী ইন্‌আম নাম্বার ১৯ এর মধ্যে তাহাজ্জুদ নামায, ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন। মাদানী ইন্‌আম নাম্বার ২০ এর মধ্যে তাহিয়্যাতুল অযু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল করা, মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা নিয়ম অনুসারে নেওয়া। নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করে প্রতি মাসে যিম্মাদারকে জমা করানোর এবং তার ভালবাসা প্রাপ্ত সৌভাগ্যশালীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করুক।

মে পড়তা রহো সুন্নাতে ওয়াক্তহি পর,
হো সারি নাওয়াফিল আদা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মুসীবতে ধৈর্যধারণ করা আল্লাহ্‌র ভালবাসার মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনি ভাবে **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভালবাসার একটা পদ্ধতি হলো, তাঁর পক্ষ থেকে আগত মুসীবতে অভিযোগ না করে উত্তম ভাবে ধৈর্যধারণ করবে। কেননা, ধৈর্য ধারণকারীদের **আল্লাহ্ তাআলা** ভালবাসেন। কেননা, চতুর্থ পারা সূরা আলে ইমরান, ১৪৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاللّٰهُ یُحِبُّ الصّٰبِرِیْنَ ﴿۱۴۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ধৈর্যশীলগণ **আল্লাহ্**র নিকট প্রিয় ভাজন।

এজন্য আমরাও যদি ধৈর্যের অভ্যাস গড়ি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রকৃত ভালবাসা আমাদের অন্তরে গেঁথে যাবে।

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে অধিক প্রতিদান কঠিন মুসীবতের মধ্যে নিহিত। যখন **আল্লাহ্ তাআলা** কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় (মুসীবতে) ফেলেন। আর যারা তাদের ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকে, তাদের জন্য তার সন্তুষ্টি। আর যারা অসন্তুষ্ট হয়, তাদের জন্য অসন্তুষ্টি।" **(ইবনে মাযাহ, কিতাবুল ফিতন, বাবুছ সবরি আলাল বালা, ৪র্থ খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, নং ৪০৩১)**

হে সবর তো খাযানায়ে ফিরদৌস ভাইয়ো!
আশিক কে লব পর শিকওয়া কভি ভি না আ-সকে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা না থাকা আল্লাহ্‌র ভালবাসার মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসার একটা মাধ্যম এটাও যে, দুনিয়ার ভালবাসা নিজের অন্তর থেকে বের করে দেওয়া। কিন্তু আফসোস! দুনিয়ার ভালবাসার মধ্যে বন্দি এবং তার চাকচিক্যের শিকার হয়ে আমাদের অন্তর থেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসার স্বাদ বিলিন হতে চলেছে। কেননা, যদি আমাদের অন্তরে প্রকৃত **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা থাকে, তবে আমাদের নামায কাযা হতো না, রমযানের রোযা ছুটতনা, যাকাত আদায়ে অলসতা আসতো না।

www.dawateislami.net

জানা গেলো, এটা দুনিয়ার ভালবাসার ফলাফল, যার কারণে আমরা সঠিক ভাবে **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভালবাসতে পারছিনা। এজন্য দুনিয়ার ভালবাসা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্যাগ করুন। এর ভালবাসার মধ্যে ক্ষতি আর ক্ষতি।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, শাহানশাহে আবরার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যাকে দুনিয়ার ভালবাসার শরবত পান করানো হয়েছে, সে তিনটি জিনিসের স্বাদ অবশ্যই পাবে। (১) এমন কঠোরতা যেটা থেকে তার দূর্বলতা দূর হবে না। (২) এমনি লোভ যা থেকে সে ধনী হবে না। (৩) এমনি ইচ্ছা, যা সে পরিপূর্ণ করতে পারবে না। কেননা, দুনিয়া অন্বেষণকৃত ও যাকে অন্বেষণ করা হয়। এজন্য যে দুনিয়া চেয়েছে, আখিরাত তার মৃত্যু পর্যন্ত তাকে খুঁজতে থাকে, যখন সে মারা যায় তখন সে তাকে ধরে। আর যে আখিরাত চায়, দুনিয়া তাকে খুঁজতে থাকে, এমনকি সে তার সম্পূর্ণ রিযিক অর্জন করে ফেলে।

(তাবারানি কবীর, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ, ১০ম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, নং ১০৩২৮)

বসরার একজন শায়খ হযরত রাবেয়া বসরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا এর নিকট আসলো এবং দুনিয়ার অভিযোগ করতে লাগলো। তখন তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا বললেন: হয়ত আপনি দুনিয়ার মধ্যে খুব বেশি ডুবে রয়েছেন। কেননা, যে ব্যক্তি যাকে বেশি ভালবাসে, তার আলোচনাও বেশি করে থাকে। যদি আপনার সাথে দুনিয়ার মুহাব্বত না হতো, তবে আপনি কখনো এর আলোচনা করতেন না। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৭৬ পৃষ্ঠা)

ইলাহী! ওয়াসেতা দেতা হো মে মিটে মদীনে কা,
বাচা দুনিয়া কি আফত ছে বাচা ওকবা কি আফত ছে।

(ওয়াসায়িরে বখশিশ, ৪০১, ৪০২, ৪০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি ভালবাসা আল্লাহ্‌র ভালবাসার মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, তাতে গভীর চিন্তা করা এবং তার অর্থ উদ্দেশ্য বুঝে আমল করা সাওয়াব ও **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা পাওয়ার সর্বোত্তম মাধ্যম।

হযরত সায়্যিদুনা সাহল তসতারি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভালবাসার নিদর্শন হচ্ছে; ঐ ব্যক্তি কুরআন শরীফকে ভালবাসবে। **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভালবাসা এবং কুরআনকে ভালবাসার নিদর্শন হল; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা। আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসার নিদর্শন হল; তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, আল বাবুল হাদী, আশরা ফি তয়াতীল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, ৩৭ পৃষ্ঠা)

এজন্য আমাদেরও কুরআনে পাকের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা রাখা উচিত। কেননা, প্রেমীকের ভালবাসার নিদর্শন তিন বস্তুর দ্বারা প্রকাশ হয়; (১) প্রেমীক তার, যার প্রতি সে ভালবাসা রাখে তার কথা সব চেয়ে বেশি ভাল মনে করেন। (২) এজন্য মাহবুবের বৈঠক সবচেয়ে উত্তম বৈঠক হয়ে থাকে। (৩) তার মতে, মাহবুবের সন্তুষ্টি সবচেয়ে প্রিয় হয়ে থাকে। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, আল বাবুল আশের ফি ইশক, ৩৩ পৃষ্ঠা)**

ফিলমো ছে ড্রামো ছে দে নফরত তু ইলাহী!
বছ শওক মুঝে নাত ও তিলাওয়াত কা খোদা দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুরআন শিক্ষাকে ব্যাপক প্রসার করতে দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভিন্ন বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামী কুরআন শিক্ষাকে ব্যাপক প্রসার করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। যে বিভাগ কুরআন শিক্ষাকে ব্যাপক প্রসার করছে তার নাম শুনে নিন: (১) মাদ্‌রাসাতুর মদীনা ছেলেদের জন্য, (২) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা অনাবাসিক, (৩) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা আবাসিক, (৪) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা মেয়েদের জন্য, (৫) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য, (৬) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগাত,

www.dawateislami.net

(৭) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা ছেলেদের জন্য অনলাইন, (৮) মাদ্‌রাসাতুল মদীনা মেয়েদের জন্য অনলাইন।

মাদ্‌রাসাতুল মদীনা লিল বনিনে (মহিলাদের জন্য) দেশে বিদেশে মাদানী মুন্নাদেরকে কুরআনকে হিফজ ও নাজেরার ফ্রি শিক্ষা দেয়া হয়। মাদ্‌রাসাতুল মদীনা অনুবাসিকে স্কুলে পড়ুয়া ছেলেদেরকে স্কুলের শিক্ষার পর এক বা দুই ঘন্টার জন্য কুরআনে পাক শিক্ষা দেয়া হয়। মাদ্‌রাসাতুল মদীনা আবাসিকে ছাত্ররা মাদ্‌রাসায় অবস্থান করে কুরআনে পাক হিফজ ও নাজেরা শিক্ষা অর্জন করে। মাদ্‌রাসাতুল মদীনা লিল বানাতে ক্বারীরা ইসলামী বোনগণ মাদানী মুন্নীদেরকে **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে (ফ্রি) কুরআনে পাক হিফজ এবং নাজেরার শিক্ষা দেয়। মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানে ইসলামী ভাইদেরকে বিশুদ্ধ মাখরাজের সাথে কুরআনে করীম পড়ানো হয়। নামায, সুন্নাত এবং দোয়া সমূহ শিক্ষা দেয়া হয়। মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগাতে ইসলামী বোনদেরকে ইসলামী বোনেরা ঘরে সমষ্টিগত ভাবে **আল্লাহ্**র ওয়াস্তে (ফ্রি) কুরআনে করীম শিক্ষা দেয় এবং ইসলামী বোনদেরকে নামায, দোয়া সমূহ এবং তাদের বিশেষ মাসয়ালা সমূহ প্রভৃতি শিক্ষা দেয়। মাদ্‌রাসাতুল মদীনা লিল বনিন অনলাইনে ক্বারী সাহেবগণ মাদানী মুন্নাদেরকে এবং বড়দেরকেও ইন্টারনেটের মাধ্যমে কুরআনে পাক শিক্ষা দেয়, সুন্নাত সমূহ এবং দোয়া সমূহ শিক্ষা দেয়। মাদ্‌রাসাতুল মদীনা লিল বানাতে অনলাইনে ইসলামী বোনগণ ইসলামী বোনদেরকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশুদ্ধ আদায়ের সাথে কুরআনে করীম শিক্ষা দেয় এবং তাদের সুন্নাত অনুযায়ী শিক্ষা দেয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রায় ৮৩টি দেশের ছাত্র-ছাত্রী ইন্টারনেটের মাধ্যমে কুরআনে করীমের শিক্ষা অর্জন করছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে সারা বিশ্বে এখন মাদ্‌রাসাতুল মদীনার মোট ২৪২০টি শাখা রয়েছে, যেগুলোতে কমবেশি ১,১২,১১৬ (একলক্ষ বার হাজার একশত ষোল) মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীগণ কুরআনে করীম হিফজ ও নাজেরা ফ্রি শিক্ষা অর্জন করছে। পাকিস্তানে মাদ্‌রাসাতুল মদীনার ২২৭৭টি শাখা এবং তাদের মধ্যে প্রায় ১,০৪,২২৮ (একলক্ষ চার হাজার দুইশত আটাশ) মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নী বিভিন্ন দেশে ১৮৩টি শাখায় প্রায় ৭৮৮৮ (সাত হাজার আটশত আটাশি) মাদানী মুন্না এবং

www.dawateislami.net

মাদানী মুন্নী কুরআনে পাকের শিক্ষা অর্জন করছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগান এবং বালেগাতে ১২ হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রী **আল্লাহ্‌র** ওয়াস্তে (ফ্রি) কুরআনে করীমের শিক্ষা অর্জন করছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআনের শিক্ষাকে শহরের সাথে সাথে চতুর্দিকের গ্রাম সমূহে অধিক বাড়ানোর জন্য ১৫ দিনের আবাসিক কোর্স পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরের আরম্ভ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তার ধারা আরও অধিক শহরের বৃদ্ধি করা হবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ।

এ্যহি হ্যায় আরযু তা'লিমে কুরআন আম হোজায়ে,
তিলাওয়াত করনা ছোবহ ও শাম মেরা কাম হো জায়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারাও কুরআনের শিক্ষা অর্জন এবং শিখানোর জন্য মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানে পড়ার এবং পড়ানোর জন্য তাশরীফ আনুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানে অংশগ্রহণের বড় বরকত রয়েছে, কুরআনে করীমের শিক্ষার সাথে সাথে শরীয়াতের মাসয়ালা এবং কিছু জ্ঞানের আবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষার সুযোগও মিলে। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাসয়ালা সমূহ শিক্ষার ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "উত্তম ইবাদত দ্বীনের মাসয়ালা শিখা এবং উত্তম দ্বীন সন্দেহ থেকে বাঁচা।" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ১ম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা) "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে থাকে **আল্লাহ্ তাআলা** তার রিযিকের যিম্মাদার।"

(কানযুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮৬৯৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারাও কুরআনে করীম বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে পড়ার এবং আবশ্যকীয় শরীয়াতের মাসয়ালা সমূহ শিক্ষার জন্য মাদ্‌রাসাতুর মদীনা বালেগানে নিয়মিত ভাবে শরীক হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অগণিত বরকত নসীব হবে, মাদ্‌রাসাতুল মদীনা বালেগানে শরীক হওয়ার উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করার জন্য আসুন একটি মাদানী বাহার শুনি:

www.dawateislami.net

কুরআন তিলাওয়াতের উৎসাহ কিভাবে মিলল?

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর এলাকা সাদবাগ হাজী ফারুকের ইসলামী ভাই নিজের জীবনে আসা মাদানী পরিবর্তনের ব্যাপারে কিছু এভাবে বর্ণনা করেন: আমি গুনাহের অতল গভীরে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। সিনেমা-নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা, রাস্তায় চলাচলকারী মেয়েদের দিকে কু-দৃষ্টিতে দেখা, ইভটিজিং করা এবং **আল্লাহ্**র পানাহ! দাঁড়ি মুণ্ডানো আমার খারাপ অভ্যাসে অন্তর্ভূক্ত ছিলো। কুরআন এবং সুন্নাতের বিধি বিধানের উপর আমল করা থেকে দূরে, দুনিয়ার রঙ্গিনে মোহমান নিজের জীবনের মূল্যবান সময় আমলহীন এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে নষ্ট কর ছিলাম। আমি অত্যন্ত খুশি ছিলাম, খুব মজার জীবন অতিবাহিত হচ্ছিলো। কিন্তু আহ্! আমার জানা ছিলনা এই আমোদ ফুর্তি আমার পরকাল ধ্বংস করছে। হঠাৎ সম্মানিত পিতার ছায়া আমার মাথা থেকে উঠে যাওয়াটা আমাকে উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত করে দিলো, অন্তর কিছু নেকীর দিকে ঝুঁকলো। আমি নামায জামাআতের সাথে আদায় করা আরম্ভ করলাম। একদিন নামায আদায় করার জন্য মসজিদে গেলাম, সেখানে আমার সাক্ষাৎ সবুজ পাগড়ী পরিহিত একজন ইসলামী ভাইয়ের সাথে হল। তার সাথে সাক্ষাতের এমন অবস্থা যে আমি প্রভাবিত না হয়ে পারলাম না। সে সালাম এবং মুসাফাহার পরে ইনফিরাদী কৌশিশ করে অতি সুন্দর ভাবে কুরআনে পাক তিলাওয়াতের উৎসাহ দিলেন। মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালেগানে) শরীক হওয়ার দাওয়াত দিলেন। উম্মতের সংশোধনের জযবায় পাগল আশিকে রাসূল ইসলামী ভাইয়ের প্রিয় আন্দাজ দেখে অস্বীকার করতে পারিনি এবং মসজিদে ইশার নামাযের পর প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালেগান) এর মধ্যে শরীক হতে লাগলাম। প্রথম দিন দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ কুরআনে পাক শুনলেন, তখন কয়েকটি ভুল চিহ্নিত করলেন এবং সুন্দর ভাষায় বলতে লাগলেন: কুরআনে পাক বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে তিলাওয়াত করা আবশ্যক। কেননা, উচ্চারণ সঠিক না হওয়ার কারণে যদি কোন শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন অনেক সময় নামায ভেঙ্গে যায়। আমার তাড়াতাড়ি নিজের দূর্বলতার অনুভূতি হলো এবং আমি নিয়্যত করলাম, মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালেগান) এর মধ্যে নিয়মিত ভাবে শরীক হয়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআনে পাক তিলাওয়াত করা শিখাবো।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ মাদ্‌রাসাতুল মদীনা (বালেগান) এর মধ্যে শরীক হওয়ার বরকতে কুরআনে পাক শিক্ষার সাথে সাথে নামায অযু, গোসল এবং অন্যান্য অনেক আবশ্যকীয় মাসায়েল শিক্ষার সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে। ধীরে ধীরে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শরীক এবং মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করতে লাগলাম। ঐ সময় শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরিদ হয়ে হুযুর গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর গোলামীর শিকলও গলায় পড়ে নিলাম। **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে নিষ্ঠার সাথে নিজের পূর্বের গুনাহ থেকে তাওবা করলাম ও ভবিষ্যতে কুরআন এবং সুন্নাতের বিধি বিধানের উপর আমল করে জীবন অতিবাহিত করার পাকাপোক্ত নিয়্যত করলাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি যত্নশীল হয়ে গেলাম। মাথায় সবুজ ইমামা (পাগড়ী) শরীফের তাজ এবং চেহেরায় দাঁড়ি শরীফের নূরে সজ্জিত করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তাড়াতাড়ি তাজবীদের সাথে পরিপূর্ণ কুরআনে তিলাওয়াত করে নিলাম।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ্‌র নেয়ামতের চিন্তা ভাবনা আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জনের মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ এবং ইহসান আর তার ছোট বড় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নেয়ামত সমূহকে সব সময় দৃষ্টির সামনে রাখাও **আল্লাহ্ তাআলার** ভালবাসা অর্জনের প্রতিক্রিয়াশীল মাধ্যম। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, **আল্লাহ্ তাআলা** নিজের বান্দাদের উপর অগণিত দয়া করেছেন, জমিনকে বিছানা বানিয়েছেন, আসমানকে কোন খুঁটি ছাড়া স্থাপন করেছেন, আপন পথ দেখানো ও সত্যের দাওয়াত দেয়ার জন্য রাসূল এবং আম্বিয়াগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام কে প্রেরণ করেছেন। এ ছাড়া যদি আমরা নিজের সত্ত্বায় চিন্তা করি তখন অবগত হবো, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। যেমন- আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন অবশিষ্ট রাখার জন্য শ্বাস নেয়ার ও বের করার নিয়ম দান করেছেন। চলার জন্য পা দিয়েছেন, স্পর্শ করার জন্য হাত দিয়েছেন, দেখার জন্য চোখ দিয়েছেন, শুনার জন্য কান দিয়েছেন, ঘ্রাণ নেয়ার জন্য নাক দিয়েছেন,

www.dawateislami.net

বলার জন্য মুখ দিয়েছেন এবং অসংখ্য এমন নেয়ামত দিয়েছেন যেগুলোতে আজ পর্যন্ত আমরা কখনো চিন্তাও করিনি। অথচ তার একটি ছোট নেয়ামতও আমাদের অনেক বছরের ইবাদত এবং রিয়াজত থেকে বড়। সুতরাং বর্ণিত আছে পূর্বের উম্মতদের থেকে একজন ব্যক্তি যে চারশত (৪০০) বছর **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত করেছেন, তার আমল নামায় কোন গুনাহ থাকবে না। কিয়ামতের দিন তার ব্যাপারে **আল্লাহ্ তাআলার** আদেশ হবে: তার চারশত (৪০০) বছরের ইবাদত এক পাল্লায় এবং আমার নেয়ামত সমূহ থেকে শুধু চোখের নেয়ামত অন্য পাল্লায় রাখো। ওজন করা হবে তার চারশত (৪০০) বছরের আমল থেকে এই একটি নেয়ামত অধিক ভারী হবে। (মলফুজাত, ২৮২ পৃষ্ঠা, মুরতাকতান ওয়া মাফহুমান) সুতরাং তার দান করা নেয়ামত সমূহকে সব সময় দৃষ্টির সামনে রেখে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সংশোধনের অভিনব ধরণ

একজন ব্যাক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইউনুছ বিন উবাইদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের দারিদ্রতার অভিযোগ করতে লাগল, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করল: যে চোখ দিয়ে তুমি দেখছো তার বদলায় কি একলক্ষ দেরহাম তুমি কবুল করছো? সে বলল: না। বললেন: তোমার এক হাতের বদলায় লাখ দেরহাম সে বলল: না। বর্ণনাকারী অতঃপর বললেন: তবে কি পায়ের বদলায় এক লক্ষ দিরহাম কবুল করছো? জবাব দিলো: না। অতঃপর বললেন: আপনি তাকে **আল্লাহ্ তাআলার** অন্যান্য নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর বললেন: আমি তো তোমার নিকট লাখ (টাকার নেয়ামত) দেখছি, আর তুমি মুখাপেক্ষিতার অভিযোগ করছো।

(হুলইয়াতুল আউলিয়া, আর রকম ২০২, ইউনূছ বিন উবাইদ আল হাদীস- ৩০১৭, ৩য় খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা)

কলব মেঁ ইয়াদ তেরী বছি হো, যিকির লব পর তেরা হার ঘড়ী হো।
মস্তি ওয়া বেহুদী আওর ফানা কি মেরে মাওলা তো খয়রাত দে দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে সৌভাগ্যবান মুসলমান পরস্পরের মাঝে ভালবাসা রাখে এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য একত্রিত হয়, যেমন- দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আসে, মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় (বালেগান) পড়ে এবং পড়ায়, মাদানী দরস দেয় বা শুনে, মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়, ফজরের পর মাদানী হালকায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্য হয়। মোট কথা, যে **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য একত্রিত হয়, **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য একজন অন্যজনের সাথে মিলে, একজন অপরজনের উপর সম্পদ খরচ করে, তাদেরকে **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা অর্জন হয়। সুতরাং বাহারে শরীয়াত ৩য় খন্ড ৫৭৭ পৃষ্ঠার মধ্যে রয়েছে: **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা রাখে এবং আমার সন্তুষ্টির জন্য একজন অপরজনের পাশে বসে, আর পরস্পরের মাঝে মেলা-মেশা করে এবং সম্পদ খরচ করে তাদের জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজীব হয়ে গেলো।"

(আল মুয়াত্তা লিল ইমাম মালেক, কিতাবুশ শের, বাবু মা-জা ফিল মোতাহাব্বিন ফিল্লাহ্, ২য় খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮২৮)

আল্লাহ্ তাআলার বান্দার সাথে ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে বান্দা নিজের সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভালবাসে, এভাবে **আল্লাহ্ তাআলা**ও নিজের বান্দাকে ভালবাসেন। অনুরূপভাবে **আল্লাহ্ তাআলা**র বান্দার সাথে ভালবাসা কয়েক প্রকারের হতে পারে, যেমন- **আল্লাহ্ তাআলা** বান্দার উপর সন্তুষ্ট হওয়া, তার কল্যাণের ইচ্ছা করা, বান্দার প্রশংসা করা, তাকে নিজের সাওয়াব দ্বারা অভিষিক্ত করা, তাকে ক্ষমা করা, তাকে নিজের আনুগত্যে ব্যস্ত রাখা এবংয় নিজের অবাধ্যতা থেকে বাঁচানো।

(রুহুল বয়ান, সূরা আলে ইমরান, আয়াতের অধিন ১৪৮, ১/১০৭। বায়জভী বাকারা আয়াতের অধিন ১৬৪/৪৪১। তাফসীরে খাযিন, আয়াতের অধিন قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى **১/২৪৩)**

ধর্মীয় শিক্ষার তৌফিক দেন

আল্লাহ্ তাআলা যখন নিজের বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তাকে ধর্মের প্রতি ভালবাসা প্রদান করেন। সুতরাং হাদীস শরীফে আছে, **আল্লাহ্ তাআলা** দুনিয়া তাকেই দেন যে তার প্রিয় হয় এবং তাকেও যে প্রিয় নয়,

www.dawateislami.net

আর দ্বীন শুধুমাত্র তাকে দেন যে তার নিকট প্রিয় হন, সুতরাং যাকে **আল্লাহ্ তাআলা** দ্বীন দিলেন তাকে প্রিয় বানিয়ে নিলেন।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি কাবযিল ইয়াদি আনিল আমও য়ালিল মোহাররমাতি, ৪র্থ খন্ড, ৩৯৫-৩৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৫২৪)

সৃষ্টির মধ্যে তার উত্তম আলোচনা করেন

এভাবে যখন **আল্লাহ্ তাআলা** বান্দাকে ভালবাসেন তখন তার উত্তম আলোচনা আপন সৃষ্টিতে ব্যাপক করে দেন। চতুর্দিকে তার সততা ও কল্যাণের চর্চা হতে থাকবে। **হুযুরে পাক, সাবেহে লাওলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ্ তাআলা** যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে ডেকে বলেন: আমি অমুককে ভালবাসি তুমিও তাকে ভালবাসো। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام তাকে ভালবাসে, আসমানে ঘোষণা করে বলেন: **আল্লাহ্ তাআলা** অমুককে ভালবাসেন তোমরাও তাকে ভালবাসো। তখন তাকে আসমান বাসীরা ভালবাসেন, আর তার জন্য জমিনে গ্রহণযোগ্যতা রেখে দেয়া হয় এবং যখন **আল্লাহ্ তাআলা** কারো উপর অসন্তুষ্ট হন, তখন বলেন: আমি অমুকের উপর অসন্তুষ্ট তোমরাও তার উপর অসন্তুষ্ট হও। বললেন: জিবরাইল তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান। অতঃপর আসমান বাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন **আল্লাহ্ তাআলা** অমুকের উপর অসন্তুষ্ট তোমরাও তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাও। তার পর লোকেরা তাকে ঘৃনা করে, আর জমিনে তার জন্য ঘৃণা রেখে দেয়া হয়।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররে বাবু ইজা আহব্বাল্লাহু তাআলা আবদান....শেষ পর্যন্ত, ১৪১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৩৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় হওয়ার জন্য অধিক ইবাদত, তিলাওয়াত এবং নেকীর অভ্যাস গড়ে তোলা। যদি মানবিয় দূর্বলতার কারণে কোন গুনাহ সংঘঠিত হয়, তখন তাড়াতাড়ি **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে সত্যিকার অর্থে তাওবা করুন। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** তাওবাকারীদেরকেও অত্যন্ত পছন্দ করেন। সুতরাং পারা ২ সূরা বাকারার আয়াত নং ২২২ এর মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ ﴿۲۲۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয়ই **আল্লাহ্** অধিক তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন প্রবিত্র ও পরিচ্ছন্নকালীদেরকে।

(পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২২২)

মেঁ করকে তাওবা পলট কর গুনাহ করতাহোঁ,
হাকিকি তাওবাকা করদে শরফ আ'তা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **সায়্যিদুল মুবাল্লিগীন, রহমাতুল্লিল আলামীন, নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন যেন সে গুনাহই করেনি, আর যখন **আল্লাহ্ তাআলা** কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাকে কোন গুনাহ ক্ষতি করে না।"

(ফিরদৌসুল আখবার লিদ দায়লামী, বাবুত তাহর, ১ম খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৫১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, তাওবা করাও **আল্লাহ্ তাআলার** পছন্দনীয় এবং প্রিয় কাজ। আমাদেরও নিজের সগীরা ও কবীরা (ছোট ও বড়) গুনাহ থেকে তাওবা করতে থাকা উচিত। বিশেষ করে যখন রাতে শোয়ার জন্য বিছানায় যায় তখন সারা দিনের লেনদেনকে স্মরণ করে ফিক্‌রে মদীনা (অর্থাৎ চিন্তা ভাবনা) করুন।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দান কৃত "৭২টি মাদানী ইন্‌আমাত" থেকে মাদানী ইন্‌আম নাম্বার ১৬ এর মধ্যে রয়েছে: **"আপনি কি আজ কমপক্ষে একবার সালাতুত তাওবা (উত্তম এটাই যে, ঘুমানোর পূর্বে) আদায় করে সারাদিনের বরং অতীতে সংঘটিত সকল গুনাহ থেকে তাওবা করেছেন? এমনকি আল্লাহ্ না করুক! গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে দ্রুত তাওবা করে ভবিষ্যতে ঐ গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন তো?"** সুতরাং আমাদেরও উচিত, সারাদিন যদি কোন নেকী জেনে, না জেনে লোকদেরকে দেখানোর জন্য করেছি,

www.dawateislami.net

তা থেকে তাওবা করে ভবিষ্যতে একনিষ্ঠতার সাথে নেকী করার নিয়্যত করুন। আর গুনাহকে স্মরণ করে সত্যিকার তাওবা করার অভ্যাস গড়ে তুলবে, যাতে আমরাও **আল্লাহ্ তাআলার** প্রিয় বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হই।

মিটা মেরে রঞ্জ ও আলম ইয়া ইলাহী! আ'তা কর মুঝে আপনা গম ইয়া ইলাহী!
শরাবে মুহাব্বত কুছ এ্যয়ছি পিলাদে, কভী ভি নেশা হো না কম ইয়া ইলাহী!
ইবাদত মে লাগতা নেহীঁ দিল হামারা, হেঁ ই'ছইয়া মেঁ বাদমাস্ত হাম ইয়া ইলাহী!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা সম্পর্কে অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বরিত কিতাব "মুকাশাফাতুল কুলুব" এর অধ্যায় "মুহাব্বতে ইলাহী" এর অধ্যয়ন খুবই উপকারী। অনুরূপভাবে **আল্লাহ্ তাআলাকে** সত্যিকার মুহাব্বতকারী সৎ লোকের সাহচার্য্যে থাকবে। সুতরাং **আল্লাহ্ তাআলার** ভালবাসা বাড়ানোর, **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি পাওয়ার, অন্তরে **আল্লাহ্ তাআলার** ভয় জাগ্রত করার, ঈমান সংরক্ষণের কষ্ট বাড়ানোর, নিজেকে কবর এবং জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখানোর, গুনাহের অভ্যাস দূর করার, নিজেকে সুন্নাতের প্রতি যত্নশীল করার, অন্তরে রাসূলের প্রেমের প্রদীপ জ্বালানোর এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব অর্জন করার উৎসাহ বাড়ানোর জন্য ভাল মাদানী পরিবেশ এবং সৎ লোকের সংস্পর্শ অত্যন্ত আবশ্যক। কেননা, আজ জীবন ধারণের অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় গুনাহের প্রবল স্রোত যেভাবে ভেসে নিয়ে যাচ্ছে, এ মুহূর্তে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ মহান নেয়ামতের চেয়ে কম নয়। সুতরাং আপনিও এ প্রিয় মাদানী পরিবেশের সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকুন। অনুরূপভাবে আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৌলতের খাযানা অর্জন হবে। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে বয়ান করা মাদানী ফুলের উপর আমল করার সৌভাগ্য দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

বয়ানে সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানে **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা অর্জন করার বিষয়ে কিছু মাদানী ফুল অর্জন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। কোন্ কোন্ মাধ্যম দ্বারা **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা অর্জন হয়:

(১) **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা, (২) অধিক নফল ইবাদত **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা অর্জন করার মাধ্যম, (৩) মুসীবতে ধৈর্যধারণ **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা অর্জন করার মাধ্যম, (৪) অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা বের করে দেয়া **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা অর্জন করার মাধ্যম, (৫) কুরআনের তিলাওয়াত **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা অর্জন করার মাধ্যম, (৬) **আল্লাহ্ তাআলা**র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা এবং তার নেয়ামতের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা অর্জন করার মাধ্যম, (৭) **আল্লাহ্ তাআলা**র বান্দাদের ভালবাসা **আল্লাহ্ তাআলা**র ভালবাসা অর্জন করার মাধ্যম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল মদীনা লাইব্রেরী মজলিশের পরিচিতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী সুন্নাতের খেদমতের জন্য প্রায় ১০০টি বিভাগে মাদানী কাজ করছে। সহজ ভাবে দ্বীনের জ্ঞানের আলো প্রসারের এবং লোকদেরকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে আলোকিত করার জন্য ঐ সব বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ **"আল মদীনা লাইব্রেরী"**ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যাতে অধ্যবসায়ের জন্য সুন্দর পরিবেশ, অডিও-ভিডিও বয়ান সমূহ ও মাদানী মুযাকারা শুনার এবং মাদানী চ্যানেল দেখার জন্য কম্পিউটার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। আল মদীনা লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, ওলামায়ে আহলে সুন্নাত كَثَّرَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব ও রিসালা, আর **CD, VCD** ইত্যাদি মজলিশের পক্ষ থেকে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী রাখার উৎসাহ প্রদান করা হয়। আমরাও এই সহজতা থেকে উপকার লাভ করার জন্য দ্বীনের জ্ঞানের বরকত লাভ করতে পারি।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ করম এ্যয়ছা করে তুঝ পে জাহাঁ মেঁ,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচী হো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইমামার (পাগড়ীর) ৯টি মাদানী ফুল

(১) পাগড়ীর সাথে দুই রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন ৭০ রাকাত থেকে উত্তম। (আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৩৩) (২) পাগড়ীর সাথে নামায দশ হাজার (১০,০০০) নেকীর সমতুল্য। (প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮০৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, মুখার্‌রজা, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা) (৩) পাগড়ী ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁধবে। (কাশফুল ইলতেবাস ফি ইস্তিহবাবিল লিবাস, ৩৮ পৃষ্ঠা) (৪) পাগড়ীতে সুন্নাত হচ্ছে, আড়াই গজ থেকে কম না হওয়া এবং ৬ গজ থেকে বেশি না হওয়া। ৬ গজ থেকে অধিক এবং তার বন্ধন গোলাকার বিশিষ্ট হওয়া। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা) (৫) রুমাল যদি বড় হয় এতো প্যাচ আসে যা মাথাকে ঢেকে দেয়, তা পাগড়ীই হয়ে গেলো এবং (৬) ছোট রুমাল যা থেকে মাত্র দুই-এক প্যাচ আসে, তা জড়ানো মাকরূহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, মুখার্‌রজা, ৭ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা) (৭) পাগড়ীকে যখন নতুন করে বাঁধতে হয় তখন যেভাবে জড়ানো হয়েছে সেভাবে খুলবে এবং একেবারেই মাটিতে রাখবে না। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা) (৮) যদি আবশ্যকতার কারণে খুলল এবং দ্বিতীয়বার বাঁধার নিয়্যত করলে তখন এক এক প্যাচ খোলার কারণে এক এক গুনাহ মুচে যায়।

(মুলাখ্‌খাস ফতোওয়ায়ে রযবীয়া মুখার্‌রাজ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

পাগড়ীর চিকিৎসার উপকারীতার মধ্যে রয়েছে। (৯) খোলা মাথা বিশিষ্টদের চুলের উপর ঠান্ডা, গরম এবং রোদের তাপ ইত্যাদি সরাসরি পড়ে, এটার কারণে শুধু চুল নয় বরং মস্তিস্ক এবং চেহারাও প্রভাব পড়ে, আর সুস্বাস্থে ক্ষতি পৌঁছায়।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশেকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুঠনে রাহমাতে চলে কাফিলে মে চলো, হোঁ হাল মুশকিলে চলে কাফিলে মে চলো।
সিখনে সুন্নাতে চলে কাফিলে মে চলো, খতম হোঁ শা-মতে চলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net